নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতাগণ

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত সময়কালকে জাতীয় কংগ্রেসের আদি পর্ব বলা হয়। এই আদি পর্বের নেতৃবৃন্দ উদারনৈতিক ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা মনেপ্রাণে এই ধারণা পোষণ করতেন যে, ব্রিটিশ শাসনই ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক। এই কারণে তাঁরা ভারতীয়দের দাবিদাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে নিজেদের অধিকার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে ছিনিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন- নিবেদন নীতি নিয়ে চলার পক্ষে মত পোষণ করতেন। এই আবেদন-নিবেদন নীতিকে কেউ কেউ 'রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি'-র সামিল বলে মন্তব্য করেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের আদিপর্বের এইসব আবেদন-নিবেদনে বিশ্বাসী নেতৃবর্গ নরমপন্থী নামে পরিচিত।

ভারতীয়দের দাবিদাওয়ার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নিরবিচ্ছিন্ন উপেক্ষার ফলে ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বেশকিছু নেতা সন্দিহান হয়ে ওঠেন। পূর্ব ঘোষিত নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, ইংরেজদের উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি তাঁরা ক্রমশ আস্থা হারাতে থাকেন। তখনও পর্যন্ত ইংরেজের ন্যায়বোধ সম্পর্কে যাঁদের আস্থা ছিল এবং যারা আবেদন-নিবেদন নীতি চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত পোষণ করতেন তাঁদের সঙ্গে সরকারী নীতির সমালোচক এই সব নেতাদের তুমুল মতবিরোধ দেখা দেয়। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে দুই ভিন্ন মতালম্বী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়- একটি নরমপন্থী এবং অন্যটি চরমপন্থী।

নরমপন্থী নেতাগণ

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

- ইনি Indian Burke নামে পরিচিত ছিলেন।
- তিনি দ্য বেঙ্গলি নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন। প্রকাশ করতে
- বঙ্গভঙ্গ হবার থেকে আপত্তি করেছিল।

দাদাভাই নৌরজি

- তিনি ভারতের Grand Old Man নামে পরিচিত ছিলেন।
- তিনি Voice of India প্রকাশ করেন।
- তিনি প্রথম ভারতীয় যিনি ব্রিটিশ হাউস অফ কমন এর সদস্য ছিলেন।

গোপালকৃষ্ণ গোখলে

- তিনি গান্ধীজীর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন।
- তিনি ১৯০৫ সালে Servants of India Society গঠন করেন।

- তিনি প্রথম বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে সওয়াল করেন।

জি. সুব্রামন্য আইয়ার

- তিনি দক্ষিণ ভারতের Grand Old Man নামে পরিচিত ছিলেন।
- তিনি মাদ্রাজ মহাজন সভা আয়োজন করেন।

এছাড়াও ফিরোজ শাহ মেহতা, বদরুদ্দিন তায়েবজি, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ চালু প্রমুখগণ।

নরমপন্থীদের মূল দাবী

- ন্যায় ব্যবস্থাকে শাসন ব্যবস্থা থেকে পৃথক করা।
- Legislative Council এর সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা।
- ভারত ও ইংল্যান্ডে একই সময়ে ICS পরীক্ষার আয়োজন করা।
- বাক স্বাধীনতা ও সংগঠন গঠনের স্বাধীনতা।
- ভূমি রাজস্ব হ্রাস এবং কৃষিজীবীদের জমিদারদের অত্যাচার ও অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা করা। m.in
- স্থানীয় গোষ্ঠীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি।

নরমপন্থীদের পদ্ধতি

- নরমপন্থীরা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তারা ব্রিটিশদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন।
- তারা তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচী শুধুমাত্র শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন।
- তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধাপে ধাপে রাজনৈতিক অধিকার। ও স্বরাজ লাভ করা।

চরমপন্থী উত্থানের কারণ

- ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট (১৮৯২) এর দ্বারা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সম্প্রসার ব্যতীত নরমপন্থীরা আর কোন উল্লেখযোগ্য সফলতা পাইনি।
- ১৮৯৬ সালের সারা ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষের সময় ব্রিটিশ সরকার দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।
- তথাপি নরমপন্থীরা ব্রিটিশ সরকারকে কোন পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে পারেনি।
- নরমপন্থীদের পদ্ধতি ও বিফলতাও চরমপন্থীদের উত্থানের অন্যতম প্রধান কারণ।

চরমপন্থী নেতাগণ

লালা লাজপৎ রায়

- তাঁকে পাঞ্জাব কেশরী বলা হয়।
- তিনি ১৯১৬ সালে ভারতীয় হোমরুল লীগ গঠন করেন।

বাল গঙ্গাধর তিলক

- তিনি লোকমান্য উপাধি পেয়েছিলেন।
- তাঁকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রকৃত সূত্রধর হিসাবে গণ্য করা হয়।
- তিনি আখরা, লাঠি এবং গোনিধন বিরোধী সমিতি চালু করেন।
- ভ্যালেন্টাইন শিরাল তাঁকে Father of Indian Unrest বলে আখ্যা দেন।

বিপিনচন্দ্র পাল

- তিনি প্রথম জীবনে নরমপন্থী হলেও পরবর্তীকালে চরমপন্থী হন।
- তিনি তার অসাধারণ বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের শিক্ষা প্রদান করেন।

এছাড়াও অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখগণ।

চরমপন্থীদের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

- ব্রিটিশ ন্যায় ব্যবস্থার ওপর কোন বিশ্বাস রাখেন নি।
- তারা রাজনৈতিক অধিকার লড়াই করে পাওয়ায় বিশ্বাসী ছিল।
- তাদের নিজেদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা ছিল।
- স্বদেশী দ্রব্যদির প্রচার ও বিদেশী পণ্য বয়কট করার আহ্বান জানান
- জাতীয় শিক্ষার প্রচার করেন।

চরমপন্থীদের সফলতা

- প্রথম স্বরাজকে জন্মগত অধিকার বলে দাবি করেন।
- জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে।
- প্রথম সারা ভারতব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন শুরু করে।